সংবাদ

তারিখ 14 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ফলোআপ

'শিক্ষকের পিটুনিতেই মারা গেছে দীপু'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মগবাজার নয়াটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দীপু ইসলাম (১২) দুই শিক্ষকের প্রহারে নিহত হয়েছে বলে ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে। গতকাল বুধবার ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার এসআই আবদুল্লাহ হেল বাকির কাছে দেয়া হয়েছে। দীপু : (পৃ: ১১ ক: ৬)

দীপু : মারা গেছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

তিনি জানান, ৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল তার কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। সেখানে দীপুর শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গত ২ জুলাই স্কুলছাত্র দীপু স্কুলের দুই শিক্ষকের প্রহারে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৫ জুলাই মঙ্গলবার মগবাজারের একটি ক্লিনিকে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, শিক্ষকের পিটুনিতেই দীপুর মৃত্যু হয়; কিন্তু ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরদিন তার লাশ দাফন করা হয়।

পরে ৭ জুলাই নিহতের মা বাদি হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাসহ দুই শিক্ষককে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে এবং দুই দফা রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

পরে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে কবর থেকে লাশ তুলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ৪ চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়।

এদিকে গ্রেফতারকৃত দুই শিক্ষকের দুই দফা রিমান্ড গতকাল শেষ হয়েছে। তাদের আজ আদালতে হাজির করা হবে। পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে দুই শিক্ষক দাবি করে, দীপুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, শাসন করার জন্য বেত দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।